## টেকসই অর্থায়ন

টেকসই অর্থায়নের ধারণা বিশ্বে নতুন নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই ধারণাটি এখনও তেমন বিস্তার লাভ করতে পারেনি। একটি টেকসই অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পেছনে টেকসই অর্থায়নের ভূমিকা অপরিসীম। মূলত পরিবেশবান্ধব এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থায়নই টেকসই অর্থায়নের পূর্বশর্ত। বিনিয়োগের পূর্বে পরিবেশগত, সামাজিক ও সুশাসন বিবেচনার মাধ্যমে বিনিয়োগটি পরিবেশবান্ধব কিনা তা নির্ধারন এবং ভবিষ্যতে সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহনের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে বিনিয়োগটি ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা এমন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করাকেই টেকসই অর্থায়ন হিসেবে অবিহিত করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএফডি সার্কুলার নং-০৫, তারিখ-৩০/১২/২০২০ইং দ্বারা সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য 'Sustainable Finance Policy' চালু করা হয়। এই নীতিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক নিয়ম ও মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই অর্থায়নকে আরও বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। উক্ত Policy অনুযায়ী টেকসই অর্থায়ন মূলত যেকোন ধরনের আর্থিক পরিসেবাকে বোঝায় যার মধ্যে বিনিয়োগ, বীমা, ব্যাংকিং, অ্যাকাউন্টিং, ট্রেডিং, অর্থনৈতিক এবং আর্থিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত, যা গ্রাহক এবং সমাজ উভয়ের দীর্ঘস্থায়ী সুবিধা বিবেচনা করে এবং ব্যবসা বা বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে পরিবেশগত, সামাজিক এবং পরিচালন মানদন্ডকে একীভূত করে। অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন, টেকসই কৃষি, টেকসই সিএমএসএমই এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ আর্থিক কার্যক্রমকে নিয়ে টেকসই অর্থায়ন গঠিত।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ইতোমধ্যে পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন, টেকসই কৃষি, টেকসই সিএমএসএমই এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ আর্থিক কার্যক্রমে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত Methodology for Sustainable Rating of Banks and Financial Institutions অনুসারে মোট ৮৯টি components নিয়ে গঠিত Sustainable Rating এ ২০২০ সালে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড 'Fair' Grading প্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর মহোদয় কর্তৃক ৩০.০৬.২০২২ইং তারিখে উক্ত Sustainable Rating এর সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর পক্ষে অত্র ব্যাংকের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মহোদয় উক্ত সম্মাননাটি গ্রহণ করেন।